তারিখ 17 AUG 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম

102

শিবির মুক্ত না করলে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের জঙ্গী কর্মসূচি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখনো শিবির কর্মীদের দখলে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি হলের মূল ফটকের চাবি এখন শিবির কর্মীদের দখলে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো মাইক্রোবাস দখল করে ক্যাম্পাসে সশস্ত্র টহল দিচ্ছে। হল প্রভোস্টরা হলে ঢুকতে পারছেন না।

এ অবস্থা নিরসনের জন্যে চট্টগ্রামের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য প্রশাসনকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্যাম্পাসেকে সশস্ত্র শিবির কর্মীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে চূড়ান্ত সময়সীমা দিয়েছে। শিবির কর্মীরা আজ ও আগামীকাল ৪৮ ঘন্টা ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। খবর নিজস্ব সংবাদদাতার।

গতকাল চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক সংবাদ সম্মেলন করে। সম্মেলনে নেতা বলেন, প্রশাসন যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সশস্ত্র শিবি কর্মীদের হাত থেকে মুক্ত করতে না পারে তবে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাওসহ জঙ্গী কর্মসূচি নেবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি হলের প্রভোস্ট ও প্রক্টর উপাচার্যের বাসভবনে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি দাবি করেন।

ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এক জরুরি সভায় আজ ও আগামীকাল ৪৮ ঘন্টার ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছে।

সশস্ত্র শিবির কর্মীদের হাতে বিভিন্ন হলে এখনো শতাধিক ছাত্র জিম্মি রয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতারা পুলিশের সহায়তায় পৃথক পৃথকভাবে প্রায় ৪০ জনকে মুক্ত করেছে। মুক্তি পাওয়া সারোয়ার আলম সুজন ও আলমগীর খলিল হীরা জানান, জাহিদ হাসান নামের পরিসংখ্যানের একজন ছাত্র নিখোঁজ হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করার পর লাশ গুম করা হয়েছে। শিবিরের বন্দিদশা থেকে আলাউল হলের ক্রীড়া সম্পাদক শামীম.ইব্রাহিম স্থানীয় একটি ক্লিনিকে এখন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গভীর রাতে জানালা ভেঙ্গে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়লে তার ডান পা ভেঙ্গে যায়। পরে হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে এলে কয়েকজন গ্রামবাসী তাকে ভোরের দিকে উদ্ধার করে।

অভিযোগ রয়েছে ক্যাম্পাসে এখন সারা দেশ থেকে আসা শিবিরের ২৫০ জন সশস্ত্র সদস্য অবস্থান করছে।